সন্তানস্নেহ
ছেলে ইজহানের সঙ্গে খেলছেন টেনিস তারকা সানিয়া মির্জা।

রাজস্থান রয়্যালস... গোলাপি স্বপ্নে কাঁটা ধারাবাহিকতা

আইপিএলের প্রথম চ্যাম্পিয়ন। শেন ওয়ার্নের নেতৃত্বে রঙিন শুরুর পরবর্তী গ্রাফটা নিম্নমুখী। বারবার দল বদলেও মাঝারি দলের তকমা ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথ, কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড, মেন্টর ওয়ার্ন, অজি-ফ্যাক্টরে এবার ফের ভাগ্যের চাকা ঘোরানোর প্রচেষ্টা।

অধিনায়ক ঃ স্টিভেন স্মিথ

কোচ ঃ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড
চ্যাম্পিয়ন ঃ ২০০৮
২০১৯ ঃ সপ্তম
মোট ম্যাচ ঃ ১৪৭ জয় ঃ ৭১
সর্বোচ্চ স্কোর ঃ ২২৩/৫ (সিএসকে, ২০১০)
সর্বনিম্ন স্কোর ঃ ৫৮ (আরসিবি, ২০১০)

ব্যক্তিগত রেকর্ড

সর্বাধিক রান ঃ ৩২৮০, সঞ্জু স্যামসন
সর্বোচ্চ স্কোর ঃ ১০৩*, বেন স্টোকস
সর্বাধিক ১০০ ঃ ২, সঞ্জু স্যামসন
সর্বাধিক ৬ ঃ ৮৯, সঞ্জু স্যামসন

সেরা বোলিং ঃ ৪/১৪, সোহেল তনভীর
সর্বাধিক উইকেট ঃ ৮৬, ধবল কুলকার্নি
নজর যেদিকে ঃ যশস্বী জয়সওয়াল

শক্তি

স্টোকস ফ্যাক্টর ঃ বিশ্বের সেরা অলরাউন্ডার। স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন। বেন স্টোকসের উপস্থিতি প্রতিপক্ষকে চাপে রাখবে। বাবার অসুস্থতার জন্য শুরুর কয়েকটা ম্যাচে হয়তো পাওয়া যাবে না।

ওয়ার্নের মগজাস্ত্র ঃ প্রথমবার ওয়ার্ন-ম্যাজিকে বাজিমাত করেছিল রাজস্থান। টিম রাজস্থানে মেন্টর হিসেবে কামব্যাক ঘটছে অজি কিংবদন্তির। খেলোয়াড়রা যেমন উদবুদ্ধ হবেন, তেমনই ওয়ার্ন-মগজাস্ত্র থিংকট্যাংকের শক্তি বাড়াবে।

শক্তিশালী ব্যাটিং ঃ জস বাটলার, রবিন উথাপ্পা, স্টিভেন স্মিথ, সঞ্জু স্যামসন, ডেভিড মিলার ব্যাটিংয়ের দায়িত্বে। বেন স্টোকসের সঙ্গে অলরাউন্ডার টম কুরান প্রতিপক্ষ বোলিংকে চাপে রাখবে।

দুর্বলতা

স্থানীয় ব্রিগেড ঃ স্যামসন, জয়দেব উনাদকাত, উথাপ্পার মতো দুই-একজন ছাড়া ভালো দেশীয় ক্রিকেটার নেই। তরুণ ব্রিগেডে রয়েছে যশস্বী, রিয়ান পরাগ, কার্তিক ত্যাগিরা। শুরুতে স্মিথ-স্টোকসের অনুপস্থিতিতে দল গড়া কঠিন হবে।

স্পিন ব্রিগেড ঃ স্পিন ব্রিগেডকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো নাম নেই। শ্রেয়স গোপাল গতবার আরসিবি-র বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছিলেন। মায়াঙ্ক মার্কান্ডেও গত কয়েক বছর ধরে খেলছেন। যদিও কেউই ম্যাচ উইনার নয়।

ধারাবাহিকতা ঃ বরাবরের সমস্যা। এরজন্যই মাত্র তিনবার প্লে-অফ খেলেছে। এবার শক্তিশালী ব্যাটিং, ভালো অলরাউন্ডার রয়েছে দলে। সমস্যা মেটাতে বোলিংয়ে উন্নতি প্রয়োজন।

দল

স্টিভেন স্মিথ, মাহিপাল লোমরোর, মনন ভোরা, রিয়ান পরাগ, রবিন উথাপ্পা, ডেভিড মিলার, অঙ্কিত রাজপুত, মায়াঙ্ক মার্কান্ডে, জোফ্রা আর্চার, শ্রেয়স গোপাল, বরুণ অ্যারন, জয়দেব উনাদকাত, কার্তিক ত্যাগি, আকাশ সিং, ওশানে থমাস, অ্যান্ড্রু টাই, বেন স্টোকস, রাহুল তেওয়াটিয়া, শশাঙ্ক সিং, যশস্বী জয়সওয়াল, অনিরুদ্ধ যোশি, টম কুরান, জস বাটলার, সঞ্জু স্যামসন, অনুজ রাওয়াত।

আইপিএল অনুশীলনে ফুটবল চর্চা কার্তিকদের

নতুন ডেলিভারি নিয়ে মাতাতে চান চায়নাম্যান

নীতীশ রানা, রিঙ্কু সিংদের সঙ্গে আড্ডার মেজাজে কলকাতা নাইট রাইডার্সের কুলদীপ যাদব (বাঁয়ে)।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর : কথায় বলে, মেজাজটাই আসল রাজা। কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের সঙ্গে দেশ থেকে আবু ধাবি পৌঁছানোর পর থেকেই দারুণ মেজাজে তিনি। কোয়ারান্টিন পর্ব শেষ করে সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলনে নামার পরও আরও ফুরফুরে মেজাজে রয়েছেন চায়নাম্যান কুলদীপ যাদব। ২০১৯ সালের আইপিএল ব্যর্থতা (৯ ম্যাচে ৪ উইকেট ও বাদ পড়া) ভুলে কুলদীপ এবার নতুনভাবে শুরু করতে চাইছেন। আর নয়া শুরুর লক্ষ্যপূরণে তাঁর হাতে রয়েছে জোড়া অস্ত্র। এক, নয়া ডেলিভারি। যা আসন্ন আইপিএলে চায়নাম্যানের চমক হতে চলেছে বলে নিজেই আজ জানিয়েছেন। দুই, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মন্থর উইকেট। এমনিতেই দুবাই-আবু ধাবিতে প্রবল গরম। এই গরমের কারণেই ওখানকার বাইশ গজে পেসারদের তুলনায় স্পিনাররা বরাবরই বাড়তি সাহায্য পেয়ে থাকেন। কুলদীপ এবার পরিবেশের সুবিধাকেই নিজের হাতিয়ার করতে চাইছেন।

২০১৯ সালের আইপিএলে চরম ব্যর্থ। পরে বিলেতের মাটিতে বিশ্বকাপেও বল হাতে সুবিধা করতে পারেননি কুলদীপ। ফলে তাঁর মধ্যে হতাশা রয়েইছে। তাছাড়া চলতি বছরের শুরুতে যখন তিনি ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তখনই করোনার জেরে সব বন্ধ হয়ে যায়। পাঁচ মাস পর ক্রিকেটে ফেরার আগে সতর্ক ও আত্মবিশ্বাসী কুলদীপ যাদব আজ বলেছেন, 'পাঁচ মাসের কঠিন সময় শেষে আইপিএলের চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য আমি তৈরি। কুড়ির ফরম্যাটের জন্য নতুন কিছু ডেলিভারির ওপর কাজ করেছি। এবারের আইপিএলে সুযোগমতো তার প্রয়োগও করব। তবে সেই ডেলিভারিগুলো কেমন, এখনই বলতে চাই না।' নিজের নয়া অস্ত্রের রহস্য নিয়ে খোলাখুলি কিছু বলতে না চাইলেও চায়নাম্যান স্পষ্ট করে দিয়েছেন, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বাইশ গজ তাঁর বোলিংয়ের জন্য আদর্শ। কুলদীপ আজ বলেছেন, 'ভারতের মতোই এখানেও প্রবল গরম। সঙ্গে তুমুল আর্দ্রতাও রয়েছে। এমন পরিবেশের জন্যই এখানকার পিচে স্পিনাররা বেশি সুবিধা পায়। আমার ইউএই-র পিচে বল করতে ভালো লাগে। নতুন মরশুমের চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য আমি তৈরি।' আসন্ন ত্রয়োদশ আইপিএলে নিজের ব্যক্তিগত লক্ষ্য প্রসঙ্গে কুলদীপ আজ বলেছেন, 'পরিকল্পনা সঠিক হওয়া খুব জরুরি। আগের তুলনায় এখন অনেক অভিজ্ঞ আমি। দলে নিজের দায়িত্ব সম্পর্কেও জানি। তাই নতুন মরশুমে সেরাটা দিয়ে কেকেআরকে সফল করতে চাই।' তাঁকে নিয়ে প্রত্যাশা থাকলেও তার জন্য আলাদা কোনও চাপ অনুভব করেন না চায়নাম্যান। বরং তাঁর যুক্তি, 'পেশাদার ক্রিকেটে চাপ নিয়েই চলতে হয়। আর আমি কখনোই আলাদা করে প্রত্যাশার চাপ অনুভব করি না।'

এদিকে, দলের মেজাজ ও আগামীর ফোকাস ধরে রাখার জন্য কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের পরামর্শে কেকেআর অনুশীলনে আজ অনেকটা সময় ফুটবল খেললেন দীনেশ কার্তিক-শুভমান গিলরা। দলের কয়েকজন সাপোর্ট স্টাফও হাজির হয়েছিলেন মজার ফুটবল ম্যাচে। পাশাপাশি আজ বিকেল চারটে থেকে শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে অনুশীলন করল কেকেআর। প্রবল গরমের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য টিম ম্যানেজমেন্টের পরামর্শ মেনে দুপুরে অনুশীলন হল আজ।

অন্যদিকে, অধরা আইপিএল জয়ে ইয়ং ব্রিগেডই তুরুপের তাস দিল্লি ক্যাপিটালস কোচের। আজিঙ্কা রাহানে, রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে তারা এবার দলে নিয়েছে। শিখর ধাওয়ান, ইশান্ত শর্মা, কাগিসো রাবাদা, মার্কাস স্টোয়িনিস, ক্রিস ওকসের মতো নামিদামি তারকাও রয়েছে। যদিও সেই ভিড়েও পৃথ্বী শ, ঋষভ পন্থ, শ্রেয়স আইয়ার-তিন তরুণ বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছেন পন্টিংয়ের স্ট্র্যাটেজিতে। দিল্লি থিংকট্যাংক গত নিলামে নতুন রিক্রুটের ক্ষেত্রে মুনশিয়ানা দেখিয়েছে। অমিত মিশ্র, অক্ষর প্যাটেলের সঙ্গে স্পিন বিভাগে গভীরতা আনতে অশ্বীনের আগমন। আমিরশাহির মন্থর, টার্নিং পিচে যা আরও গুরুত্ব পাচ্ছে। একইভাবে কঠিন পিচে রাহানের টেকনিক্যাল ব্যাটিংও আস্থার জায়গা। মন্থর পিচ ও বড় মাঠ-ফলে বিগ হিটার নিয়ে সাফল্যের স্ট্র্যাটেজি বুমেরাং হতে পারে। এখানেই গুরুত্ব রাহানের মতো ব্যাটসম্যানদের। সংক্ষিপ্ত ভারতীয় দলে ফেরার তাগিদে আইপিএলকে কাজে লাগাতে বদ্ধপরিকর রাহানেও।

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ট্রেন্ট বোল্ট, জেমস প্যাটিনসনদের সঙ্গে সুইমিং পুলে অর্জুন তেন্ডুলকার।

শচীন-পুত্রকে ঘিরে জল্পনা অনুরাগীদের

আবু ধাবি, ১৫ সেপ্টেম্বর : আইপিএলে ক্রিকেটার হিসেবে কি কামব্যাক ঘটছে তেন্ডুলকারের?

মাস্টার ব্লাস্টার নন, শচীন-পুত্র অর্জুন তেন্ডুলকারকে ঘিরে এমনই জল্পনা অনুরাগীদের মধ্যে। জল্পনার সূত্রপাত স্বয়ং অর্জুনের একটি সোশ্যাল মিডিয়ায় করা পোস্ট। ছবিতে দেখা যাচ্ছে মুম্বইয়ের বিদেশি তারকা ট্রেন্ট বোল্ট, জেমস প্যাটিনসনদের সঙ্গে টিম হোটেলের সুইমিং পুলে অর্জুনও। ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা যে ছবির ক্যাপশনে অর্জুন লিখেছেন, 'রেস্ট ডে ইজ দ্য বেস্ট ডে'।

অর্জুনের পোস্ট ভাইরাল হতে দেরি হয়নি। গুঞ্জনও শুরু হয়ে যায়, তাহলে কি এবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে খেলতে দেখা যাবে অর্জুনকেও? আইপিএলের শুরুতে আইকন হিসেবে টিম মুম্বইয়ে দীর্ঘদিন খেলেছেন শচীন। পরবর্তীকালে মেন্টর হয়েছেন। সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করে অর্জুনের গায়েও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সি উঠতে চলেছে? অবশ্য সেরকম কিছু ঘটেনি এখনও। দলের সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে গিয়েছেন নেট বোলার হিসেবে। বায়ো বাবল পরিবেশে স্থানীয় বোলারের বদলে দলগুলি নিজেদের সঙ্গে করেই নেট বোলার নিয়ে গিয়েছে। মুম্বই দলের নেট বোলারের তালিকায় রয়েছেন অর্জুন। রোহিত শর্মাদের নেট প্র্যাকটিসে সাহায্য করবেন।

অতীতে বিভিন্ন দলের নেটে বল করেছেন বাঁ-হাতি পেসার বছর উনিশের অর্জুন। লর্ডসে ইংল্যান্ডের প্র্যাকটিসেও তাঁকে বল করতে দেখা গিয়েছে। অর্জুনের ইয়র্কারে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল জনি বেয়ারস্টোকে। বাঁ-হাতি বোলিংয়ে তারকাদের প্রশংসাও কুড়িয়েছেন। নিজেকে আরও ধারালো করে তুলতে সেই প্রক্রিয়াই জারি। বোল্ট, প্যাটিনসনদের মতো বিশ্ব ক্রিকেটের তারকাদের সঙ্গে প্র্যাকটিসের সুযোগ, রোহিত শর্মাদের বোলিং করার পাশাপাশি তারকাদের ভিড়ে জমিয়ে সময় কাটানোর অ্যাডভান্টেজ শচীন-পুত্রের। একইসঙ্গে হঠাৎ কেউ চোট বা অন্য কারণে খেলতে না পারলে, জরুরি পরিস্থিতিতে তার শূন্যস্থান পূরণের একটা ক্ষীণ সম্ভাবনাও থাকছে।

> **বিশ্বের অন্যতম সেরা বোলারদের সঙ্গে খেলার সুযোগ পাচ্ছি। বুমরাহ সম্ভবত এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা টি২০ বোলার। বোল্টি (ট্রেন্ট বোল্ট)-ও সমান দক্ষ।**
> -জেমস প্যাটিনসন

আইপিএল সতীর্থ জসপ্রীত বুমরাহকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন অজি স্পিডস্টার প্যাটিনসন। লসিথ মালিঙ্গার পরিবর্তে দলে আসা প্যাটিনসন এদিন বলেন, 'বিশ্বের অন্যতম সেরা বোলারদের সঙ্গে খেলার সুযোগ পাচ্ছি। বুমরাহ সম্ভবত এই মুহূর্তে বিশ্বের সেরা টি২০ বোলার। বোল্টি (ট্রেন্ট বোল্ট)-ও সমান দক্ষ। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স জার্সিতে ওদের মতো বোলারকে পাশে পাওয়াটা বাড়তি প্রাপ্তি।' মন্থর পিচ। আবহাওয়া ছাঁকা লাগানো গরম। পেসারদের জন্য চ্যালেঞ্জ। মুম্বই শিবিরে যোগ দেওয়ার আগে যা নিয়ে ছোটখাটো রিসার্চ চালানো প্যাটিনসন বলেন, 'আমি কয়েকটা ওডিআই ম্যাচ খেলেছি এখানে। আমিরশাহি নিয়ে কমবেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। এখানকার উইকেট অন্যরকম। একটু বেশি শুকনো। গোটা টুর্নামেন্টে মাত্র তিনটি উইকেট ব্যবহৃত হবে। ফলে টুর্নামেন্ট যত এগোবে পিচ মন্থর হবে।'

মাহিকে প্রয়োজন ক্রিকেট দুনিয়ার : সাবা করিম

মুম্বই, ১৫ সেপ্টেম্বর : ৭৪তম স্বাধীনতা দিবসের সন্ধ্যায় আচমকাই তাঁর অবসর ঘোষণা। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সরে গেলেও আইপিএল চালিয়ে যাবেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। অন্তত ২০২২ সাল পর্যন্ত তিনি চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে আইপিএল খেলবেন, এমনটাই মনে করা হচ্ছে। ধোনির আচমকা অবসরের সিদ্ধান্ত অনেককেই চমকে দিয়েছে, অবাক করেছে। তার মধ্যে অন্যতম ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের জেনারেল ম্যানেজার (ক্রিকেট অপারেশনস) সাবা করিমও রয়েছেন। ধোনি অবসর নিতে পারেন, আগাম এমন ধারণা তাঁরও ছিল না। কিন্তু এক বছরের বেশি সময় আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে থাকার পর ধোনির ফিরে আসা কঠিন হবে, এমনটা তিনি বিশ্বাস করতেন। আর সেই বিশ্বাস ও ভাবনা থেকেই সাবা করিম একদিকে যেমন মাহির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন, তেমনই তাঁর আইপিএল চালিয়ে যাওয়ার ভাবনারও প্রশংসা করেছেন। কারণ, সাবা করিমের মনে হচ্ছে, ক্রিকেট দুনিয়ায় ধোনির মতো আইকনকে এখনও প্রয়োজন। সাবা আজ বলেছেন, 'ধোনি দুর্দান্ত রকমের ফিট। আইপিএলের জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সরে যাওয়ায় এখন অনেক বেশি করে চেন্নাই নিয়ে ভাবতে পারবে ও।' এখানেই না থেমে বোর্ডের জেনারেল ম্যানেজার আরও বলেছেন, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি, বিশ্ব ক্রিকেটে ধোনির মতো আইকনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এখনও। চেন্নাইয়ের হয়ে আসন্ন আইপিএলে ধোনি নিজেকে নতুনভাবে প্রমাণ করবে, এই বিশ্বাস রয়েছে আমার।'

ডাক পেলেই খেলবেন শ্রীসান্ত

তিরুবনন্তপুরম, ১৫ সেপ্টেম্বর : যেখান থেকে ডাক পাবেন, সেখানেই খেলবেন। কোনও রকম বাছবিচারের পথে হাঁটবেন না শান্তাকুমারন শ্রীসান্ত। সাত বছরের নির্বাসন কাটিয়ে গতকালই মুক্তির স্বাদ। কেরিয়ারের বাকি কয়েক বছরে চুটিয়ে খেলতে চান। বিশ্বের যেকোনও খেলার ইচ্ছে প্রকাশ করে শ্রীসান্ত এদিন বলেন, 'যেখান থেকে আমায় ডাকবে, আমি চলে যাবে খেলতে। অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কার বিভিন্ন এজেন্টের সঙ্গে কথা বলছি। এইসব দেশেও ক্লাব পর্যায়ে খেলার ইচ্ছে রয়েছে। স্বপ্ন দেখি ২০২৩ বিশ্বকাপে দেশের হয়ে খেলা। আরেকটা স্বপ্ন দেখি, লর্ডসে খেলার।' গতকাল কেরলের রনজি ট্রফি দলের কোচ টিনু ইউহানন পরিষ্কার করে বলেছেন, তারা শ্রীসান্তকে খেলাতে চান। তবে করোনার কারণে ঘরোয়া ক্রিকেট আদৌ হবে কিনা, তা নিয়ে প্রবল অনিশ্চয়তা। সেজন্যই বিদেশে খেলতে আরও বেশি করে মরিয়া ২০১১ বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য শ্রীসান্ত।

বাতিল হল টমাস ও উবের কাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর : বাতিল হল টমাস ও উবের কাপ। আগামী মাসের ৩ তারিখ থেকে ডেনমার্কে শুরু হওয়ার কথা থাকলেও একগাদা দেশ নাম প্রত্যাহার করায় শেষ অবধি প্রতিযোগিতা ২০২১ সাল অবধি পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে একপ্রকার বাধ্য হল আন্তর্জাতিক ব্যাডমিন্টন সংস্থা। ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া এই করোনার ধাক্কায় আগেই জানিয়েছিল তাদের পক্ষে দল পাঠানো সম্ভব নয়। সম্প্রতি একই কথা জানিয়েছে থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, তাইপেই ও আলজিরিয়া। ভারত নাম প্রত্যাহার না করলেও খেলোয়াড়রা অনেকেই ডেনমার্ক যেতে একেবারেই ইচ্ছুক ছিলেন না। সাইনা নেহওয়াল তো সোশ্যাল মিডিয়ায় টমাস ও উবের কাপ এখনই অনুষ্ঠিত করার কোনও বিশেষ কারণ আছে কি না, এই প্রশ্ন তুলে আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের সমালোচনা করেছিলেন। এখন দেখা যাচ্ছে, তাঁর কথা প্রায় মেনে নিতে বাধ্য হল ফেডারেশন। আজ সাইনার সঙ্গে গলা মিলিয়েছেন পিভি সিন্ধুও। তিনি বলেছেন, 'ভালোই হয়েছে টমাস ও উবের কাপ বাতিল হয়ে। মানুষের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সবকিছুর চেয়ে বেশি জরুরি বলে আমি মনে করি।' তবে সিন্ধু জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতা বাতিল হলেও তাঁর অনুশীলনের সূচিতে কোনও পরিবর্তন হচ্ছে না।

ফিটনেস বাড়াতে স্কিপিংয়ে ব্যস্ত দিল্লির অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার।

অপরাজিত থাকার চ্যালেঞ্জ ইংল্যান্ডের

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৫ সেপ্টেম্বর : চলতি বায়ো বাবল পরিবেশে এখনও কোনও সিরিজ হারেনি ইংল্যান্ড। ৬টি সিরিজেই তারা অপরাজিত। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেও সেই রেকর্ড অক্ষুন্ন রাখতে বদ্ধপরিকর ইয়োন মরগ্যান ব্রিগেড। আগামীকাল ওডিআই সিরিজের নির্ণায়ক ম্যাচ। হার বাঁচলেই লক্ষ্যপূরণ। রবিবার হারা ম্যাচ জিতে সিরিজে সমতা ফিরিয়েছে মরগ্যানরা। পিছনের দিকে আর তাকাতে চান না। ক্যাঙারুরা অপরদিকে বিলেত সফর থেকে খালি হাতে ফিরতে নারাজ। নিটফল, বুধবারের নির্ণায়ক যুদ্ধে উত্তেজক ক্রিকেটের হাতছানি।

আজ স্মিথকে খেলানোর ইঙ্গিত অস্ট্রেলিয়ার

২০১৫-য় ঘরের মাঠে শেষবার কোনও দ্বিপাক্ষিক সিরিজ হেরেছিল ইংল্যান্ড। জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। তারপর হোম সিরিজে অপ্রতিরোধ্য থ্রি লায়ন্স। ঝলমলে যে রেকর্ড আত্মবিশ্বাস জোগাচ্ছে মরগ্যানদের। ইংল্যান্ডের স্বস্তির জায়গা, যেকোনও পজিশন থেকে ম্যাচে ফেরার ক্ষমতা। বিগত সিরিজগুলিতে বারবার তা ঘটেছে। অজিদের বিরুদ্ধেও প্রথম টি২০ এবং গত ওডিআই ম্যাচে তারই পুনরাবৃত্তি। ইংল্যান্ডের 'লড়াকু' এই মানসিকতা আগামীকাল অজিদের অন্যতম কাঁটা। ক্যাঙারুদের স্বস্তির জায়গা বোলিং। জোশ হ্যাজেলউড ও অ্যাডাম জাম্পা, দুজনে দুরন্ত ফর্মে। প্রথম পাওয়ার প্লে-তে হ্যাজেলউডকে খেলতে গিয়ে গলদঘর্ম ইংল্যান্ড টপঅর্ডার। মাঝের ওভারে স্পিন-ভেলকিতে পকেট ভরছেন জাম্পা (২ ম্যাচে ৭ উইকেট)। পালটা জবাবে থ্রি লায়ন্সের জোফ্রা আর্চার-ক্রিস ওকস-আদিল রশিদের ত্রিফলা। দুই শিবিরে বোলিং-স্বস্তির মাঝে অস্বস্তির কাঁটা ব্যাটিং। পার্টনারশিপ, টিম এফোর্টের অভাবে ভুগছে ব্যাটিং। সমস্যা মেটাতে অজি একাদশে স্টিভেন স্মিথের কামব্যাক কার্যত নিশ্চিত। প্র্যাকটিসে থ্রো ডাউনের সময় মাথায় চোট পেয়ে প্রথম দুই ওডিআইয়ে খেলতে পারেননি। মঙ্গলবার দলের সঙ্গে অনুশীলন করেছেন। নেটে ব্যাটিংও করেছেন। নির্ণায়ক ডুয়েলে নড়বড়ে ব্যাটিংয়ের হাল ধরতে স্মিথকে খেলানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গার। এদিকে, ইংল্যান্ডের চিন্তা জস বাটলারের প্রথম দুই ম্যাচে (১ ও ৩) রান না পাওয়া। গোটা মরশুমে সফল বাটলার নিজেও মরিয়া থাকবেন শেষ ম্যাচেও রানে ফিরতে। জেসন রয়, জো রুটদের থেকেও বড় রানের দাবি থাকবে। প্রসঙ্গত, আর ৩৮ রান করতে পারলে ৬ হাজার রানের মাইলস্টোনে পৌঁছোবেন রুট। অপরদিকে, অ্যারন ফিঞ্চ এবং গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের যথাক্রমে ২৯ ও ৪৫ রান দরকার ৫ ও ৩ হাজার রান পূরণে।

বিস্ফোরক ডেভিড ওয়ার্নারের রাতের ঘুম কেড়েছে আর্চার। অজি ওপেনার সিরিজে এখনও বড়ো রান পাননি। দুইবার আউট হয়েছেন আর্চারের হাতে। সবমিলিয়ে চলতি সফরে চারবার আর্চারের শিকার। অনুরাগীদের প্রত্যাশা মেটাতে আর্চার-কাঁটা দূর করতে হবে হবে ওয়ার্নারকে। অজি কোচ ল্যাঙ্গার বলছিলেন, 'আর্চার প্রতিভাবান বোলার। ওয়ার্নার অপরদিকে দুর্দান্ত ক্রিকেটার। দুজনের মধ্যে লড়াই বেশ আকর্ষণীয়। আমি নিশ্চিত, কালকের জন্য প্রস্তুত ওয়ার্নার।'